দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 13 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে অপসারণের সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি

মোশতাক আহমেদ

চরম দুর্নীতিসহ নানা অনিয়মের কারণে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক এরশাদুল বারীকে অবিলম্বে অপসারণসহ নানা সুপারিশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠিত তদন্ত কমিটি। রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের স্বেচ্ছাচারিতা, অর্থ ও প্রশাসনিকসহ নানা অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছে এসব অনিয়ম দূর করতে হলে বর্তমান উপাচার্যকে অপসারণের বিকল্প নেই। তাছাড়া উন্মুক্ত

(দ্রঃ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ ...)

দুর্নীতির অভিযোগে ভাসানী ভার্সিটি উপাচার্যের পদত্যাগ

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি চার বছরের পরিবর্তে এক বছর করার সুপারিশ করা হয়েছে। রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্ট পরিবর্তনেরও সুপারিশ করা হয়। সোমবার বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আলোচিত এই রিপোর্ট জমা দেয়া হয়েছে।

এদিকে দলীয়করণ, অনিয়ম, দুর্নীতি আর স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে অভিযুক্ত টাঙ্গাইল মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কিত উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ খলিলুর রহমান উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। সেখান থেকে পদত্যাগ করে তিনি সোমবার তাঁর মূল কর্মক্ষেত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন বিভাগ তাঁর যোগদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

দুর্নীতির আখড়া উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা আর দলীয়করণের নানা চিত্র নিয়ে গত কিছুদিন ধরেই পত্রপত্রিকায় ব্যাপক ভাবে লেখালেখি হয়ে আসছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াতপন্থী উপাচার্য অধ্যাপক ড. এরশাদুল বারীই অনিয়ম ও দুর্নীতির মূল হোতা বলে অভিযোগ উঠলেও তিনি বার বার এসব অস্বীকার করে বরং আরও বেশি করে দুর্নীতি করে আসছিলেন। আর নানা অনিয়মের কারণে দূর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারকারী এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু গতিহীন নয়, ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। শিক্ষা মান কমার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমতে শুরু করে।

এমনি পরিস্থিতিতে এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক তারেক শামসুর রেহমানকে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি গত কিছুদিন ধরে বিস্তর তদন্ত শেষে রিপোর্ট তৈরি করে অবশেষে সোমবার সেই রিপোর্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। সূত্রমতে, তদন্ত রিপোর্টে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ব্যাপক অনিয়মের চিত্র ফুটে উঠেছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে, রিপোর্টে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক এরশাদুল বারীকে অবিলম্বে অপসারণ করার সুপারিশ করা হয়েছে। রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক অনিয়মের চিত্র ফুটে ওঠে। আর এসব অনিয়ম দূর করতে হলে উপাচার্যকে অবিলম্বে অপসারণ করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে। তাছাড়া উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি চার বছরের পরিবর্তে এক বছর করার সুপারিশ করা হয়েছে। এতে অনিয়ম ও দুর্নীতি করার সুযোগ কমবে। রিপোর্টে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কেলেঙ্কারিসহ নানা বিষয় নিয়ে সরকারীভাবে পূর্ণাঙ্গ অডিট করা উচিত বলেও সুপারিশ করা হয়েছে। সূত্রমতে। রিপোর্ট পর্যালোচনা করে শীঘ্রই এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে দূরপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন প্রোগ্রামে ভালভাবে শিক্ষা পরিচালনা হয়ে এলেও বিদায়ী জোট সরকারের আমলে দুই দফায় নিয়োগপ্রাপ্ত বিএনপি-জামায়াতপন্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. এম এরশাদুল বারীকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটিতে দুর্নীতি ও অনিয়মের বাসা বাঁধতে শুরু করে। নানা অভিযোগ থাকলেও শুধু দলীয়করণের কারণে ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে বিদায়ী সরকার তাঁকে দ্বিতীয় মেয়াদে নিয়োগ দেয়। এর আগে বিএনপি-জামায়াত সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই তাঁকে প্রথমে মেয়াদে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল। নিয়োগ পাওয়ার পর থেকেই ড. এরশাদুল বারী সেখানে নিজস্ব সিন্ডিকেট করে দুর্নীতি ও অনিয়ম শুরু করেন। অবকাঠামোগত উন্নয়নে টেন্ডার ছাড়াই কার্যাদেশ প্রদান, বিএনপি-জামায়াতের পক্ষে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং সফল করতে ৫০ হাজার দলীয় টিউটর নিয়োগ, মিডিয়া সেন্টার স্থাপনে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ, নিয়োগ বাণিজ্য ও দলীয়করণসহ নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন তিনি। অবশেষে সরকারীভাবে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টেও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়মের চিত্র ফুটে উঠেছে। সূত্রমতে, দুর্নীতি দমন কমিশনও আলাদাভাবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তদন্ত করছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রবীণ সদস্য প্রফেসর সুলতান হোসেন দায়সারাভাবে একটি রিপোর্ট তৈরি করে মঞ্জুরি কমিশনে জমা দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সূত্রমতে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ তাঁর ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তদন্ত কাজে তিনি বিব্রত হন বলে জানা গেছে।

এদিকে দিনাজপুর হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অনিয়ম খতিয়ে দেখতে মঞ্জুরি কমিশন গঠিত তদন্ত কমিটিও তদন্ত কাজ প্রায় শেষ করেছেন বলে জানা গেছে। কমিটির প্রধান অধ্যাপক শামসুর রেহমান সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজে গিয়ে তদন্ত করে এসেছেন।